গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ শাখা

ডিসেম্বর/২০১৪ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ মনসুর আলী সিকদার এনডিসি
ভারপ্রাপ্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
তারিখ : ৩১.১২.২০১৪
সময় : সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ (৮ম তলা), রেল ভবন, ঢাকা।

০২। উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট - 'ক'

০৩। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। এরপর গত ২৭.১১.২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হওয়ায় তা দৃঢ়করণ করা হয়। অত:পর সভাপতি আলোচ্যসূচি উপস্থাপনের অনুরোধ জানালে উপ-সচিব (প্রশাসন) আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন।

০৪। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়ঃ

(ক) ভূমি সংক্রান্ত বিষয়সমূহঃ

৪.১। বিমানবন্দর এলাকায় আজমপুর রেলগেইট সংলগ্ন স্থানে বাংলাদেশ রেলওয়ের জমিতে স্থাপিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রমের বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ দ্রুত ভ্যাকেট করার লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ।

আলোচনাঃ

যুগ্ম সচিব (ভূমি/সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয় জানান যে, ট্রেন পরিচালনার সুবিধার্থে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা-জয়দেবপুর রেল লাইনের দুই পার্শ্বের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত আছে। উদ্ধারকৃত রেলভূমি পরিত্যক্ত রেল কাটাতারের বেড়া প্রদান, ফেন্সিং ও বৃক্ষরোপন করে ডিসিও/ঢাকা ও ডিইনএন/১, ঢাকা কর্তৃক সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে/হচ্ছে। রেল লাইনের দুই পার্শ্বের জায়গা যাতে পুনরায় অবৈধ দখলে চলে না যায় সে বিষয়ে মনিটরিং করার জন্য জিএম(পূর্ব) চট্টগ্রামকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া প্রত্যেক সপ্তাহে মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম-সচিব সরেজমিনে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিদর্শন করে পরিদর্শন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করছেন যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে প্রেরণ করা হচ্ছে।

ডিজি, বিআর জানান যে, খিলগাঁও রেল গেইট হতে মহাখালী রেল গেইট পর্যন্ত উচ্ছেদের মাধ্যমে উদ্ধারকৃত রেলভূমি পুনরায় যাতে অবৈধ দখল না হয় সে জন্য ৭০ জন আনসার নিয়োগ করা হয়েছে, যার মেয়াদ ২৫.১২.২০১৪ তারিখে শেষ হয়েছে। বর্ণিত ৭০ জন আনসারের নিয়োগের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবসহ আরো ৪০ জন আনসার নিয়োগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। ট্রেন পরিচালনার সুবিধার্থে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা-জয়দেবপুর রেল লাইনের দুই পাশের প্রয়োজনীয় জায়গা যাতে পুনরায় অবৈধ দখলে চলে না যায় সে বিষয়ে নিয়মিত মনিটরিং করার জন্য জিএম(পূর্ব), চট্টগ্রামকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সভাপতি মহোদয় দায়িত্বরত আনসারদের অস্থায়ী আবাসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণের নিমিত্ত প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহে বিগত মাসের উচ্ছেদ কার্যক্রমের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্যও ডিজি, বিআরকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) ট্রেন পরিচালনার সুবিধার্থে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা-জয়দেবপুর রেল লাইনের দুই পাশে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা করতে হবে এবং উচ্ছেদকৃত জায়গা যাতে পুনরায় বেদখল না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

(২) আনসার নিয়োগের মাধ্যমে পাহারার ব্যবস্থা করে উচ্ছেদকৃত জায়গায় পুনরায় অবৈধ দখল না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। অবৈধ দখল প্রবণ এলাকায় কাটাতার কিংবা সীমানা প্রাচীর নির্মাণের মাধ্যমে দখলমুক্ত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দায়িত্বরত আনসারদের আবাসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

(৩) প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহে বিগত মাসের উচ্ছেদ কার্যক্রমের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে /কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। জিএম (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে
৪। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত), (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৫। ডিআইজি, রেলওয়ে পুলিশ
৬। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব)।

৪.২। বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি প্রসঙ্গে।

আলোচনাঃ

রেলপথ মন্ত্রণালয় ভূমি শাখা হতে জানানো হয়েছে যে, পূর্ববর্তী মাস হতে আগত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা মোট ১৬০টি। নভেম্বর/২০১৪ মাসে পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলে কোন নতুন মামলা দায়ের হয়নি এবং এ মাসে কোন মামলা নিষ্পত্তি হয়নি। পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে এ পর্যন্ত দায়েরকৃত মোট সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা ২৪২টি। মোট নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ৮২টি। মোট অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ১৬০টি। নভেম্বর/২০১৪ মাসে আদায়কৃত টাকার পরিমাণ ১,৭৫,০০০/- টাকা তন্মধ্যে পূর্বাঞ্চলে আদায় ৯৫,০০০/- এবং পশ্চিমাঞ্চলে ৮০,০০০/- টাকা। উভয় অঞ্চলে মোট দাবীকৃত অর্থের পরিমাণ ১১,৪২,৪৬,৩০৮/- টাকা। মোট অনাদায়ী টাকার পরিমাণ= ১০,৪৭,৯১,৪৫৫/- টাকা।

ডিজি, বিআর হতে জানানো হয়েছে যে, আন্তঃজেলা বাস মালিক সমিতি, কদমতলী নিয়মিত পাওনা পরিশোধ করছে এবং ধুম শুভপুর বাস মালিক সমিতি এর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হয়েছে তবে এখনো কেউ গ্রেফতার হয়নি। এ বিষয়ে ফলো-আপ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সিইও(পূর্ব) কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সভাপতি মহোদয় আন্তঃজেলা বাস মালিক সমিতি, কদমতলী নিকট হতে পাওনা পরিশোধের ক্ষেত্রে কিস্তির হার বাড়ানোর জন্য ব্যবস্থা গ্রহনের নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) পেন্ডিং সার্টিফিকেট মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বকেয়া আদায়ের তৎপরতা জোরদার করতে হবে। প্রয়োজনে নতুন মামলা দায়েরের ব্যবস্থা নিতে হবে।

(২) জিএম (পূর্ব/পশ্চিম) এর সভাপতিত্বে সিইও (পূর্ব/পশ্চিম), সংশ্লিষ্ট আইন কর্মকর্তা ও অন্যান্য সকলকে নিয়ে রেলওয়ের অবৈধ দখলকৃত জমি উচ্ছেদ সংক্রান্ত ও দেওয়ানী মামলার বিষয়ে প্রতিমাসে সভা আয়োজন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ পূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। দেওয়ানী মামলায় রেলের পক্ষে রায় হওয়া জমি যথাসময়ে দখলে নিতে হবে।

(৩) যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) নিয়মিত সভা করে জমিসংক্রান্ত মামলাসমূহের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(৪) দি রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিঃ, আন্তঃজেলা বাস মালিক সমিতি, কদমতলী এবং ধুম শুভপুর বাসমালিক সমিতি এর অবৈধভাবে দখলকৃত জমির বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণসহ অনাদায়ী অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক ফলো-আপ প্রতিবেদন নিয়মিত প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত) (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.৩। বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত **সংশোধনী নীতিমালা প্রণয়ন।**

আলোচনাঃ

রেলপথ মন্ত্রণালয় ভূমি শাখা জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূ-সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার জন্য প্রণীত খসড়া নীতিমালা বর্তমানে আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে। সহসাই চুড়ান্ত করা সম্ভব হবে। সভাপতি মহোদয় পরীক্ষা-নিরিক্ষার জন্য যুগ্ম-সচিব (আইন/সংযুক্ত), যুগ্ম-সচিব (ভূমি/সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়, প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং পরিচালক (প্রকৌশল), বাংলাদেশ রেলওয়ে এর সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে কমিটিকে আগামী ১৫.০১.২০১৫ তারিখের মধ্যে প্রণীত খসড়া নীতিমালাটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চূড়ান্ত করে পেশ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত খসড়া নীতিমালা পরীক্ষা নিরীক্ষান্তে চুড়ান্ত করার জন্য নিম্নেবর্ণিত কমিটি গঠন করা হলোঃ

১। যুগ্ম-সচিব (আইন/সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়
২। যুগ্ম-সচিব (ভূমি/সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়
৩। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং
৪। পরিচালক (প্রকৌশল), বাংলাদেশ রেলওয়ে

কার্যপরিধিঃ গঠিত কমিটি আগামী ১৫.০১.২০১৫ তারিখের মধ্যে প্রণীত খসড়া নীতিমালাটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চূড়ান্ত করে পেশ করবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। যুগ্ম-সচিব (আইন/সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। যুগ্ম-সচিব (ভূমি/সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে ।
৫। পরিচালক (প্রকৌশল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.৪। বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ।

আলোচনাঃ

যুগ্ম-সচিব(ভূমি/সংযুক্ত) জানান যে, ২০০৫ সালের পর হতে হালসন পর্যন্ত ভূমি উন্নয়ন করের প্রকৃত দাবী ও ইতোমধ্যে পরিশোধকৃত অর্থের পরিমাণ, বকেয়া ইত্যাদি বৎসর ভিত্তিক (ছকের মাধ্যমে) প্রদর্শনপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকল জেলা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। ২০০৫ সাল হতে হাল সন পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে দাবীকৃত ভূমি উন্নয়ন কর সর্বমোট ৪৭,৫৯,২৫৭৬৬.৫০ টাকা বকেয়া আছে। ভূমি উন্নয়নকর পরিশোধের লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে উভয় অঞ্চলে ৭.০০ কোটি টাকা করে মোট ১৪.০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। রেলভূমি উন্নয়ন কর ও পৌরকর মওকুফের বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ে ডি.ও পত্র প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন আছে।

ডিজি, বিআর জানান যে, ২০০৫ হতে হালসন পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে দাবীকৃত ভূমি উন্নয়ন কর সর্বমোট ৪৭,৫৯,২৫,৭৬৬.৫০ টাকা বকেয়া আছে। ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের লক্ষ্যে চলতি ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে উভয় অঞ্চলে ৭.০০ কোটি টাকা করে সর্বমোট ১৪.০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে।

সভাপতি মহোদয় রেলভূমি উন্নয়ন কর ও পৌরকর মওকুফ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অর্থ বিভাগে ডি.ও পত্র প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) ভূমি সংস্কার বোর্ড থেকে প্রাপ্ত তথ্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়েকে প্রেরণ পূর্বক যাছাই বাছাই করে সঠিক দাবী নির্ধারণ পূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) দের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যাচাই করে প্রকৃত দাবি নির্ধারণ করতে হবে।

(২) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়েকে ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৩) রেল লাইনের ভূমি নন-ট্যাক্স হিসাবে গণ্য করার বিষয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কাযক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। যুগ্ম-সচিব (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৫। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.৫। বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি আধুনিক পদ্ধতিতে সার্ভে করে Land Use Plan প্রণয়ন সংক্রান্ত।

আলোচনাঃ

ডিজি,বিআর জানান যে, শেলটেক কনসালটেন্ট (প্রা:) লিঃ কর্তৃক Land Survey and Preparation of Land use plan তৈরীর প্রকল্পের মেয়াদ সর্বশেষ বারের মত ৩১-১২-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। কিন্তু প্রকল্পের কাজে যথাযথ অগ্রগতি না হওয়ায় কনসালটেন্ট প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য পুনরায় আবেদন করেছেন।

সভাপতি মহোদয় সময় বৃদ্ধির পরও প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি যুগ্ম-সচিব(ভূমি/সংযুক্ত), সংশি- ষ্ট প্রকল্প পরিচালক এবং কনসালটেন্টকে সময় বৃদ্ধির বিষয়ে মতামত প্রদান করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) যুগ্ম-সচিব(ভূমি/সংযুক্ত), সংশি- ষ্ট প্রকল্প পরিচালক এর কনসালটেন্ট এর সমন্বয়ে গঠিত কমিটি সময় বৃদ্ধির বিষয়ে মতামত প্রদান করবে।

(২) পূর্বাঞ্চলের দাখিলকৃত ড্রাফট ফাইনাল রিপোর্ট কাজের বিষয়ে চূড়ান্ত দ্রুত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মতামত সম্বলিত প্রতিবেদন দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রদান করতে হবে।

(৩) পশ্চিমাঞ্চলের ইতোমধ্যে সম্পাদনকৃত কাজের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে Power Point Presentation এর ব্যবস্থা করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত/ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। প্রকল্প পরিচালক (সংশ্লিষ্ট) ।

৪.৬। ঢাকা বিমান বন্দর এলাকার ভূমি নিয়ে বিরোধ।

আলোচনাঃ

যুগ্ম-সচিব(ভূমি/সংযুক্ত) জানানে যে, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিরোধীয় ভূমিতে র‍্যাব এর হেড কোয়ার্টার নির্মাণের জন্য ৮.৫৬ একর রেলভূমি বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বরাদ্দ প্রদান করায় একই স্থানে ঢাকা-টঙ্গী ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েল গেজ লাইন নির্মাণ এবং বিমানের জন্য জেট এয়ার ফুয়েল পরিবহণের জন্য সাইডিং লাইন নির্মাণের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত স্থান সংকুলান না

হওয়ার বিষয়টি সরেজমিনে পরিদর্শন ও সুপারিশ প্রণয়নের জন্য ইতোপূর্বে উভয় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব এঁর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় গঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটির প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। প্রতিবেদনটির সুপারিশ অনুযায়ী সর্বনিম্ন পরিমাণ ভূমির প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় নতুন করে নক্সা প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রণালয়ে দাখিলের জন্য ডিজি, বিআর এর দপ্তরে ০৯-১২-২০১৪ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে।

সভাপতি মহোদয় সাইডিং এর প্রয়োজনীয় স্থান নির্ধারণ করে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়েকে নির্দেশনা প্রদন করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) বর্ণিত রেলওয়ের ভূমি কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যেন অবৈধভাবে দখল না করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

(২) গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুসারে ডিজি,বিআর সাইডিং এর প্রয়োজনীয় স্থান নির্ধারণ করে নতুন নক্সা প্রণয়নপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ করেন।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত) (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব)।

(খ) সাধারণ প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়সমূহঃ

৪.৭। বাংলাদেশ রেলওয়ের শূন্য পদে লোক নিয়োগ।

আলোচনাঃ

উপসচিব (প্রশাসন) জানান যে, হাইকোর্ট বিভাগে বাংলাদেশ রেলওয়ের মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য আলাদা বিশেষ বেঞ্চে শুনানির ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিজ্ঞ এটর্নী জেনারেলকে পত্র দেয়া হয়েছে। ডিজি,বিআর জানান যে যথাযথ স্বচ্ছতার সাথে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য জিএমগণকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ছাড়পত্র পাওয়া যে সমস্ত পদে নিয়োগ কার্যক্রম এখনও বাকি আছে তা নির্দেশনা মোতাবেক দ্রুত সম্পন্ন করে পরিপালন প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। নব-নিয়োগকৃত কর্মচারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের জন্য এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য জিএম,পূর্ব ও পশ্চিম এবং রেক্টর,আরটিএ কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। স্বচ্ছতার সাথে নিয়োগ কার্যক্রম চূড়ান্ত করার জন্যও উভয় অঞ্চলের জিএমগণকে পরার্মশ দেওয়া হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) নিয়োগ সংক্রান্ত চলমান মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতঃ নিয়োগ সম্পাদন করতে হবে।

(২) নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যথাযথ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে।

(৩) নব নিয়োগকৃত কর্মচারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে
২। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম) বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.৮। মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো।

আলোচনাঃ

মন্ত্রণালয়ের (প্রশাসন-১) শাখা জানান যে, এ বিষয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পদ সৃজনের প্রস্তাব অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নতুন ৭১টি পদ সৃজনের জন্য দ্রুত অনুমোদনের বিষয়ে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.৯। নিয়োগ বিধি প্রণয়ন।

আলোচনাঃ

মন্ত্রণালয়ের (প্রশাসন-১) শাখা জানান যে, ডিজি, বিআর হতে প্রাপ্ত খসড়া নিয়োগ বিধি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ০৯.০৯.২০১৪ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে কিছু পর্যবেক্ষণসহ রেলপথ মন্ত্রণালয়ে ফেরৎ পাঠানো হয়েছে। রেলপথ মন্ত্রণালয় হতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ডিজি, বিআর এর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

সভাপতি মহোদয়ে পর্যবেক্ষণের জবাব দ্রুত প্রস্তুত করে প্রেরণের জন্য ডিজি,বিআরকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) বাংলাদেশ রেলওয়ে নন-গেজেটেড কর্মচারীদের খসড়া নিয়োগবিধির বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জবাব দ্রুত প্রস্তুত করে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। উপ-সচিব (প্রশাসন) রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। পরিচালক (সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে ।

৪.১০। ক্যাডার কম্পোজিশন রুলস প্রণয়ন, নিয়োগ বিধি প্রণয়ন।

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, বিসিএস (রেলওয়েঃ পরিবহন ও বাণিজ্যিক) এবং বিসিএস (রেলওয়েঃ প্রকৌশল) ক্যাডারের ক্যাডার কম্পোজিশন রুলস প্রণয়ন, নিয়োগবিধি প্রণয়নের উপর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিত তথ্যাদি প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়াধীন আছে। শীঘ্রই তা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

সিদ্ধান্তঃ

ক্যাডার কম্পোজিশন রুলস ও নিয়োগ বিধি এর বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিত তথ্যাদি দ্রুত প্রেরণ করতে হবে।

উপ সচিব (প্রশাসন) বিষয়টি মনিটরিং করবেন।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। উপ-পরিচালক/ই-১, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.১১। বাংলাদেশ রেলওয়ের অডিট আপত্তি।

আলোচনাঃ

উপ-সচিব(অডিট)জানান যে, অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে নভেম্বর/২০১৪ মাসের কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়। নভেম্বর/২০১৪ পর্যন্ত অডিট আপত্তির সংখ্যা ১৪,৪৯৮টি। নভেম্বর/২০১৪ মাসে নিষ্পত্তি হয়েছে ২৩টি। নভেম্বর/২০১৪ পর্যন্ত মোট অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা-১৪,৪৭৫টি। সাধারণ অনিষ্পন্ন-১৩০০০টি, অগ্রিম অনিষ্পন্ন - ৮৮৩টি, খসড়া অনিষ্পন্ন- ৫৯২টি, নিষ্পত্তিকৃত- ২৩টি, নতুন আপত্তির সংখ্যা- ৪৭টি।

সিদ্ধান্তঃ

(১) প্রয়োজনীয় প্রমাণকসহ যথাসময়ে জবাব প্রদানপূর্বক অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(২) অডিট আপত্তি নিস্পত্তির লক্ষ্যে অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব ও পশ্চিম) কে প্রতি মাসে অন্ততঃ দু'বার নিয়মিত দ্বি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করতে হবে এবং দ্বি-পক্ষীয় সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

(৩) ত্রি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমেও অডিট আপত্তি নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৪) অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। উপ-সচিব (অডিট), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.১২। বাংলাদেশ রেলওয়ের পেনশন কেস নিষ্পত্তি।

আলোচনাঃ

সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) জানান যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর পেনশন কেইস অনিষ্পন্ন নেই। অডিট শাখা হতে জনানো হয়েছে যে, ৪.১২(২) নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দীর্ঘদিন পেন্ডিং থাকা ০৩টি পেনশন কেস দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য ডিজি, বিআরকে অনুরোধ করা হয়েছে।

ডিজি,বিআর জানান যে, এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জিএম(পূর্ব ও পশ্চিম)কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। পেনশন কেস দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তি করার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে মনিটরিং করা হচ্ছে। নভেম্বর/২০১৪ মাসের জের ০৫টি। অক্টোবর/২০১৪ মাসের নতুন কেইস ১টি এবং নিস্পত্তি ১টি। নভেম্বর/২০১৪ এর জের ৩টি।

সিদ্ধান্তঃ

(১) পেনশন কেস প্রেরণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অডিট আপত্তি নেই এমন সার্টিফিকেট সংগ্রহপূর্বক পেনশন মঞ্জুর সম্পর্কে অফিস প্রধানের সুস্পষ্ট মন্তব্যসহ যথাযথভাবে পেনশন প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

(২) পেনশন কেস দ্রুত নিস্পত্তির জন্য সর্বোচ্চ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া অডিট আপত্তির কারনে দীর্ঘদিন ধরে পেন্ডিং থাকা ০৩টি (তিন) পেনশন কেস দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৩) ডিজি,বিআর এর দপ্তর হতে পেনশন কেস সমূহ যথাযথভাবে যাচাই বাছাই করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। উপ-সচিব (অডিট), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.১৩। বিভাগীয় মামলা।

আলোচনাঃ

সিনিয়র সহকারী সচিব (শৃঙ্খলা) সভায় জানান যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ে নভেম্বর/১৪ মাসের শুর“তে বিভাগীয় মামলার সংখ্যাঃ ৩৭টি, চলতি মাসে র“জুকৃত বিভাগীয় মামলা ০১টি, চলতি মাসে বিভাগীয় মামলার নিষ্পত্তির সংখ্যা নেই, অনিস্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার মোট সংখ্যা ৩৮টি। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে জানান যে অক্টোবর/২০১৪ মাসের জের ২৬৫ টি, নভেম্বর/২০১৪ মাসে নতুন মামলা হয়েছে ৫৪টি, নিস্পত্তি হয়েছে ৫৩ টি। নভেম্বর/২০১৪ মাসের জের ২৬৬টি।যে সকল বিভাগীয় মামলা ৬ মাসের অধিক পেন্ডিং রয়েছে সেগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) বিভাগীয় মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(২) যে সকল মামলা ৬ মাসের অধিক পেন্ডিং রয়েছে সেগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত), (আইন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। সিনিয়র সহকারী সচিব (শৃঙ্খলা), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.১৪। পরিদর্শন।

আলোচনাঃ

উপ-সচিব (প্রশাসন) জানান যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব (আইন) গত ২০/১১/২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ রেলওয়ের আইন কর্মকর্তা (পশ্চিম), রাজশাহী এর দপ্তর এবং ১১/১২/২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ রেলওয়ের আইন কর্মকর্তা(পূর্ব), চট্টগ্রাম এর দপ্তর পরিদর্শন করেছেন । উপ-সচিব (অডিট) গত ২২/১২/২০১৪ তারিখে অডিট অধিশাখা পরিদর্শন করেছেন ।

ডিজি, বিআর জানান যে, সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিভাগীয় প্রধানগণ ম্যানুয়েল অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন অব্যাহত রাখাসহ পরিদর্শন সংক্রান্ত প্রতিবেদন নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য সংশ্লিষ্টগণকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

সভাপতি মহোদয় সুনির্দিষ্টভাবে পরিদর্শনের তথ্য প্রেরণের জন্য ডিজি,বিআরকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪ মোতাবেক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ শাখা/অধিশাখা পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করবেন ।

(২) সংস্থার প্রধান ও বিভাগীয় প্রধানগণ ম্যানুয়াল অনুযায়ী নিজ নিজ অফিস পরিদর্শনসহ মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন অব্যাহত রাখবেন এবং পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা।
২। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব ও পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে ।

৪.১৫। ওয়েব সাইট তৈরি ও ইন্টারনেট সংযোগ।

আলোচনাঃ

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের প্রোগ্রামার জানান যে, মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট নিয়মিত আপডেট করা হয়। রেলভবনে Wifi Zone স্থাপনের বিষয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের সকল ক্যাডার কর্মকর্তাদের আবশ্যিকভাবে All Cadre PMIS এ রেজিস্ট্রেশন পূর্বক PDS মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য জিআইবিআর ও ডিজি,বিআরকে অনুরোধ করা হয়েছে।

ডিজি,বিআর জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের নিজস্ব জনবল দ্বারা রেলওয়ের ওয়েবসাইটটি নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। রেলভবন, এডিবি'র অর্থায়নে রিফর্ম প্রকল্পের আওতায় wifi System স্থাপনের নিমিত্ত গত ১৬-৯-২০১৪ তারিখে পিডি/রিফর্ম অফিস কর্তৃক দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং Wifi Zone স্থাপনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) টিকেট কালোবাজারি এবং ইন্টারনেট এ টিকেট ক্রয়ের ক্ষেত্রে সমস্যাসমূহ সমাধানে বাংলাদেশ রেলওয়ের সুপারিশ প্রদান সংক্রান্ত প্রতিবেদন পেশ করেছেন। কর্মকর্তাদের PDS সংগ্রহপূর্বক আংশিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং বাকী কর্মকর্তাদের PDS প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ রেলওয়ের ওয়েব সাইটে All cadre অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন ফরম পূরণ করার নিমিত্ত সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটের সাথে Link করা আছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী সহ আরও ৫ টি স্টেশনে (ঢাকা বিমানবন্দর, কুমিল্লা, সিলেট, ময়মনসিংহ ও খুলনা) অর্থাৎ মোট ৮ টি স্টেশনে Wifi Zone স্থাপনে রেলপথ মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক মঞ্জুরী পাওয়া গেছে যা বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন।

সভাপতি মহোদয় আগামী ০৭(সাত) দিনের মধ্যে রেলওয়ের সকল কর্মকর্তাদের All Cadre PMIS এ রেজিস্ট্রেশন সমাদনের নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া তিনি আগামী ২৮/০২/১৫ তারিখের মধ্যে রেলভবনে Wifi Zone স্থাপণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও নির্দেশনা প্রদান করেণ।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) মন্ত্রণালয় ও রেলওয়ের ওয়েবসাইট নিয়মিত আপডেট করতে হবে।

(২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো) আগামী ২৮/০২/২০১৫ তারিখের মধ্যে রেলভবনে Wifi Zone স্থাপনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(৩) টিকেট কালোবাজারি এবং ইন্টারনেট এ টিকেট ক্রয়ের ক্ষেত্রে সমস্যাসমূহ সমাধানে বাংলাদেশ রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) এবং ট্রাফিক বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে টিকেট বিক্রয় ব্যবস্থাপনা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

(৪) রেলওয়ের সকল ক্যাডার কর্মকর্তা আবশ্যিকভাবে আগামী ০৭ দিনের মধ্যে All Cadre PMIS এ রেজিস্ট্রেশন করবেন এবং PDS মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

(৫) মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়েতে e-filing system চালু করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো/অপারেশন/রোলিং স্টক/অর্থ/এমএন্ডসিপি), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। সিএসটিই (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। যুগ্ম-মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। প্রোগ্রামার, রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.১৬। জিআরপি এর কার্যক্রম।

আলোচনাঃ

ডিআইজি, রেলওয়ে রেঞ্জ নভেম্বর ২০১৪ মাসে রেলওয়ে রেঞ্জস্থ চট্টগ্রাম ও সৈয়দপুর রেলওয়ে জেলার পুলিশী অভিযান ও মোবাইল কোর্টের বিবরণী এবং উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্য ও চোরাচালানী মামলার পরিসংখ্যান সভায় উপস্থাপন করেন। এছাড়া তিনি রেলওয়ে আইন, ১৮৯০ এর বিভিন্ন ধারায় জরিমানার পরিমাণের প্রতি সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেণ। তিনি জানান মাত্র ১০০/- - ২৫০/- টাকা জরিমানার কারণে অপরাধের প্রয়োজনীয় প্রতিকার করা যাচ্ছেনা। এক্ষণে জরিমানার পরিমাণ সংশোধন করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

ডিজি, বিআর জানান যে, অস্ত্র চোরাচালান বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ইতোমধ্যেই ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল, রেলওয়ে রেঞ্জ, ঢাকা **এবং** চীফ কমানড্যান্ট (পূর্ব) ও (পশ্চিম) কে পত্র দ্বারা অনুরোধ জানানো হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল, রেলওয়ে রেঞ্জ, ঢাকা এবং চীফ কমানড্যান্ট (পূর্ব) ও (পশ্চিম) জানান যে, সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে চলাচলকারী ট্রেনসমূহে জেলা চোরাচালান নিরোধ টাস্কফোর্সের মাধ্যমে অভিযান পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার চোরাচালান নিরোধ টাস্কফোর্সের সভাপতি (জেলা ম্যাজিস্ট্রেট) ও অন্যান্য আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অনুরোধ করা হয়েছে। রেলপথ দিয়ে যাতে অবৈধ অস্ত্র ও চোরাচালানী পণ্য পরিবাহিত হতে না পারে সে জন্য রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী'র সদস্যগণকে ইয়ার্ড এবং স্টেশনের দায়িত্ব পালনের সময় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যগণ যাত্রীবাহী ট্রেনের জিআরপি'র সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। এছাড়া নিরাপত্তা বাহিনীর অফিসার ও প্রহরীদের সহায়তা নিয়ে বাণিজ্যিক বিভাগ কর্তৃক মাঝে মধ্যে রেলপথে চোরাচালান প্রতিরোধে যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের ট্রাফিক বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন ট্রেনের নিয়মিতভাবে টিকেট চেকিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ রেলওয়েতে পরিচালিত টিকেট চেকিং কার্যক্রমের সর্বশেষ ফলাফল এবং হিসাব বিভাগের টিটিইগণের নভেম্বর/২০১৪ মাসের অর্জিত আয়ের বিবরণী উপস্থাপন করেন।

সভাপতি মহোদয় জনাব মুহাম্মদ আকবর হুসাইন, যুগ্ম-সচিব(উন্নয়ন/সংযুক্ত)কে আহবায়ক এবং ডিআইজি, রেলওয়ে রেঞ্জ ও পরিচালক(সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়েকে সদস্য করে কমিটি গঠনের নির্দেশ প্রদান করেন এবং কমিটিকে আগামী ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন প্রেরণ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) নিম্নবর্ণিত কমিটি গঠণ করা হলোঃ

(ক) জনাব মুহাম্মদ আকবর হুসাইন, যুগ্ম-সচিব(উন্নয়ন/সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয় - আহবায়ক।

(খ) ডিআইজি, রেলওয়ে রেঞ্জ, ঢাকা - সদস্য ।

(গ) পরিচালক (সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে - সদস্য ।

কার্যপরিধিঃ কমিটি আগামী ১৫(পনের) কার্যদিবসের মধ্যে রেলওয়ে আইন, ১৯৮০ এর অপরাধের প্রতিকারের জন্য জরিমানার পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য সংশোধীর প্রস্তাবসহ প্রতিবেদন পেশ করবে।

(২) ট্রেনে অস্ত্র, মাদকসহ অন্যান্য চোরাইমাল পরিবহন প্রতিরোধকল্পে আরএনবির সাথে সমন্বয় পূর্বক জিআরপির নজরদারি ও তৎপরতা বৃদ্ধি করতে হবে। তাছাড়া ট্রেন চালকদের নিরাপত্তাসহ ট্রেনে চেইন টেনে ও হুইস পাইপ খুলে অনির্ধারিত স্থানে চোরাকারবারীরা যাতে ট্রেন থামাতে না পারে এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

(৩) মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। বাংলাদেশ রেলওয়ে ও জিআরপির দুই বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।

(৪) প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের মাসিক টিকেট চেকিং ও আয়ের তথ্য একাউন্টস্ ও পরিবহন ডিপার্টমেন্টকে একই ছকে সমন্বিতভাবে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। ডিআইজি, রেলওয়ে রেঞ্জ।
৪। পরিচালক (ট্রাফিক), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.১৭। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে যথাসময়ে প্রতিবেদন প্রেরণ ।

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর হতে জানানো হয়েছে যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ অন্যান্য কার্যালয়ে প্রেরিত পাক্ষিক/মাসিক প্রতিবেদনসমূহ যথাসময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রতি মাসের ০১ তারিখের মধ্যে পাক্ষিক/মাসিক প্রতিবেদনসমূহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। তা ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিতব্য পত্রসমূহ দেখে শুনে নির্ভুল তথ্যসহ পাঠাতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.১৮। শুদ্ধাচার কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাসিক সমন্বয় সভার অভিযোগ নিস্পত্তি।

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর হতে জানানো হয়েছে যে, সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতি কার্য দিবসে বাংলাদেশ রেলওয়ের অভিযোগ বক্স খোলা হয় (২১-১২-২০১৪ পর্যন্ত) কোন অভিযোগ বা চিঠিপত্র পাওয়া যায়নি।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ প্রতিদিন একবার অভিযোগ বক্স চেক করবেন।

(২) প্রতি সভায় সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের অভিযোগ সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং এ সম্পর্কে গৃহীত ব্যবস্থাদি আলাদাভাবে সভায় উপস্থাপন করবেন।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এমএন্ডসিপি) বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.১৯। তথ্য অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত পেপার কাটিং ।

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর হতে জানানো হয়েছে যে, মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সকল পেপার কাটিংসমূহ সংশিণ্টষ্ট দপ্তরে প্রেরণপূর্বক প্রতিবেদনসহ জবাব প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। সংশিণ্টষ্ট দপ্তরসমূহ হতে প্রতিবেদন পাওয়ার পর যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সিদ্ধান্তঃ

পেপার কাটিং এর নিউজের বিষয়ে গুরুত্ব অনুযায়ী দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অধিক সংখ্যক পেপার কাটিং পেয়ে থাকলেও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

(গ) বিবিধ

৪.২০। কে. পি. আই

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর হতে জানানো হয়েছে যে, গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পরিপালন প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য জিএম(পূর্ব)/(পশ্চিম) এবং ডিআইজি, রেলওয়ে রেঞ্জ-কে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু বাস্তবায়ন প্রতিবেদন না পাওয়ায় পুনরায় তাগিদ প্রদান করা হয়েছে। অদ্যাবধি পরিপালন প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।

সিদ্ধান্তঃ

(১) বাংলাদেশ রেলওয়ের কে.পি.আই হিসেবে চিহ্নিত যে সকল স্থাপনা রয়েছে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

২। ডিআইজি, রেলওয়ে রেঞ্জ।

৪.২১। নির্ধারিত সময়সূচি অনুসারে ট্রেন পরিচালনা, কন্টেইনার পরিবহন ও অন্যান্য বিষয়।

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, সময়ানুবর্তিতার হার উন্নীত করার লক্ষ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ডিআরএমগণের নেতৃতে বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে বিভাগীয় কন্ট্রোল অফিসে এবং অতিরিক্ত জিএম এর নেতৃত্বে অতিরিক্ত বিভাগীয় প্রধানগণের সমন্বয়ে জোনাল কন্ট্রোল অফিসে প্রতিদিন ট্রেন রানিং পর্যালোচনা করার জন্য কমিটি গঠন করা আছে । তা ছাড়া রেলভবনে যুগ্ম-মহাপরিচালক (অপারেশন) কে আহ্বায়ক করে যুগ্ম-মহাপরিচালক (প্রকৌশল) ও যুগ্ম-মহাপরিচালক (মেকানিক্যাল) এর সমন্বয়ে ট্রেনের সময়নুবর্তিতার হার ৮৫% এ উন্নীত করার লক্ষে বিদ্যমান অবকাঠামো বিশ্লেষণপূর্বক প্রতিবেদন পেশ করার জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। সময়নুবর্তিতার হার উন্নয়নের জন্য সর্বোচ্চ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা অব্যাহত আছে।

(২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) ও অতিরিক্ত মহাপরিচালক (রোলিং স্টক) যৌথভাবে জ্বালানী তেল ও সারবাহী ট্রেন পরিচালনার বিষয়ে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করে বাস্তবায়নের জন্য ক্রাশ প্রোগাম গ্রহণ করা হয়েছে।

(৩) কন্টেইনার ট্রেন পরিচালনার জন্য মনিটরিং কমিটি গঠন করা আছে এবং কন্টেইনার ট্রেন পরিচালনা মনিটরিং অব্যাহত আছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) উভয় অঞ্চলের আন্তঃনগর ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার ৮৫% এ উন্নীত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (রোলিং স্টক) এবং অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) যৌথভাবে সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে চাহিদা মোতাবেক সার ও জ্বালানী পরিবহন নিশ্চিত করবেন।

(৩) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে কন্টেইনার পরিবহনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(৩) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (রোলিং স্টক) বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(৪) যুগ্ম-মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(৫) যুগ্ম-মহাপরিচালক (প্রকৌশল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(৬) যুগ্ম-মহাপরিচালক (মেকানিক্যাল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.২২। জিআইবিআর ।

আলোচনাঃ

জিআইবিআর প্রতিনিধি জানান যে, ইতিমধ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলে ২টি সাধারণ পরিদর্শন করা হয়েছে। পূর্বাঞ্চলে সম্পাদিত সাধারণ পরিদর্শন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এবং পশ্চিমাঞ্চলের সাধারণ পরিদর্শনপ্রতিবেদন তৈরী করা হচ্ছে। এছাড়া ইতিমধ্যে পূর্বাঞ্চলে ১টি বার্ষিক পরিদর্শন কর্মসূচী দেয়া হয়েছে।

সভাপতি রেলওয়ে পরিদর্শন অধিদপ্তরের জনবল বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রেরণের জন্য জিআইবিআরকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) রেলওয়ে পরিদর্শন অধিদপ্তরের জনবল বৃদ্ধির জন্য জিআইবিআর প্রস্তাব প্রেরণ করবেন।

(২) জিআইবিআর নিয়মিত পরিদর্শন অব্যাহত রাখবেন। বিশেষ করে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনের হার বাড়াতে হবে এবং মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।

(৩) জিআইবিআর কর্তৃক দাখিলকৃত পরিদর্শন প্রতিবেদন-এর সুপারিশসমূহ যথাযথ বাস্তবায়নের দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবেন।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। সরকারী রেলওয়ে পরিদর্শক, রেলওয়ে পরিদর্শন অধিদপ্তর।

৪.২৩। টাস্কফোর্সের কার্যক্রম ।

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, ট্রেনের ভিতর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ও সীট কভার, টয়লেট প্রতিনিয়ত পরিস্কার করা হচ্ছে। যাত্রী সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে প্রায় ২০০০ সিট পরিবর্তনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। এছাড়া, এসএসএই/টিএক্সআর এবং টিএক্সআরগণকে আন্তঃনগর ট্রেনসহ সকল ট্রেনের পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এবং সম্মানিত যাত্রী সাধারণগণ যাতে স্বাচ্ছন্নন্দ্যে ভ্রমণ করতে পারেন সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আন্তঃনগর ট্রেন সমূহের চেয়ার পরিবর্তন/মেরামত কাজ অব্যাহত রয়েছে। ক্যাটারিং সার্ভিসের সেবার মান উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে প্রতিমাসে সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এ ছাড়াও

ক্যাটারিং সার্ভিসের সেবার মান উন্নয়নে ঘনঘন কর্মকর্তা/পরিদর্শকগণের সমন্বয়ে পরিদর্শন জোরদার করা হয়েছে। কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে জরিমানা আরোপসহ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) ট্রাস্ক ফোর্স নিয়মিত পরিদর্শন পূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

(২) টাস্কফোর্সের প্রদত্ত সুপারিশসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

(৩) বাংলাদেশ রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে যাত্রীবাহী ট্রেনের রেকের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও চেয়ার পরিবর্তন/ মেরামত এর বিষয়ে সাপ্তাহিক ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

(৪) ক্যাটারিং সার্ভিসের সেবার মান উন্নয়নে টাস্কফোর্স তাৎক্ষণিক পরিদর্শন করে প্রতিবেদন প্রদান করবে এবং এর ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আরএস/আই/অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(৩) যুগ্ম-সচিব(ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
(৪) মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(৫) চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(৬) ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

০৫। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ মনসুর আলী সিকদার এনডিসি)
ভারপ্রাপ্ত সচিব